

HSC 2025



GAMECHANGER!

ফাইনাল প্রিপারেশন কোর্স ২০২৫

আলিবার্ড অফারে

কোর্স এনরোল করতে নিচের লিংকে ভিজিট করো

userweb.utkorsho.org

অথবা কল করো

+88 09613 715 715

বাংলা-১য়

লেকচার-১০

বাংলা শব্দ গঠন

উপসর্গ

✓ সমাস; পার্ট-১



➤ বাংলা শব্দ গঠন প্রক্রিয়া

এ প্রক্রিয়ায় এক শব্দ বা শব্দাংশের সঙে অন্য শব্দ বা শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে শব্দ গঠন বলে।

শব্দ গঠন প্রধানত তিনি উপায়ে হয়ে থাকে।

যথাঃ

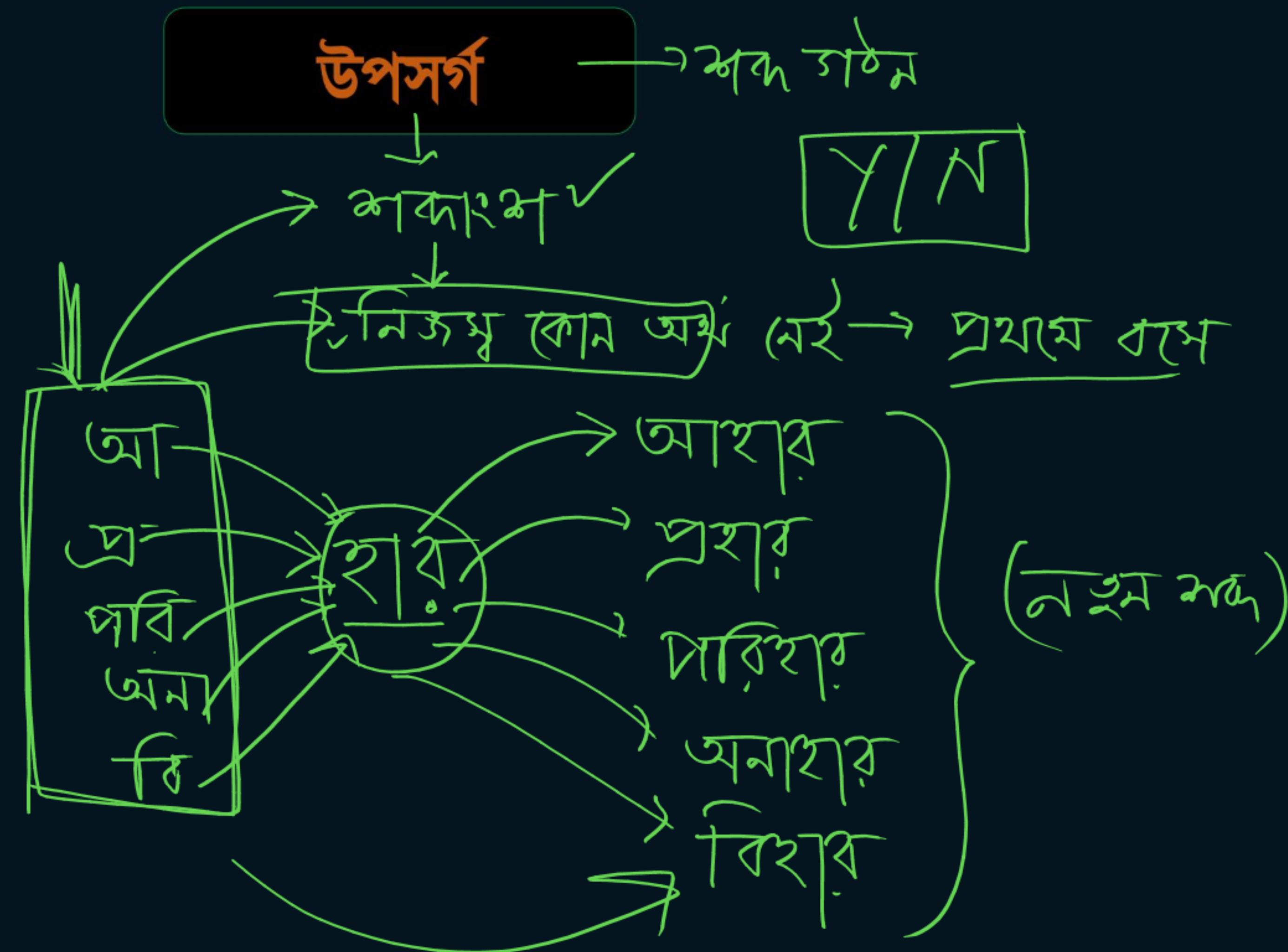
- ১) উপসর্গ *
- ২) সমাস *
- ৩) অ্যতয় (X)

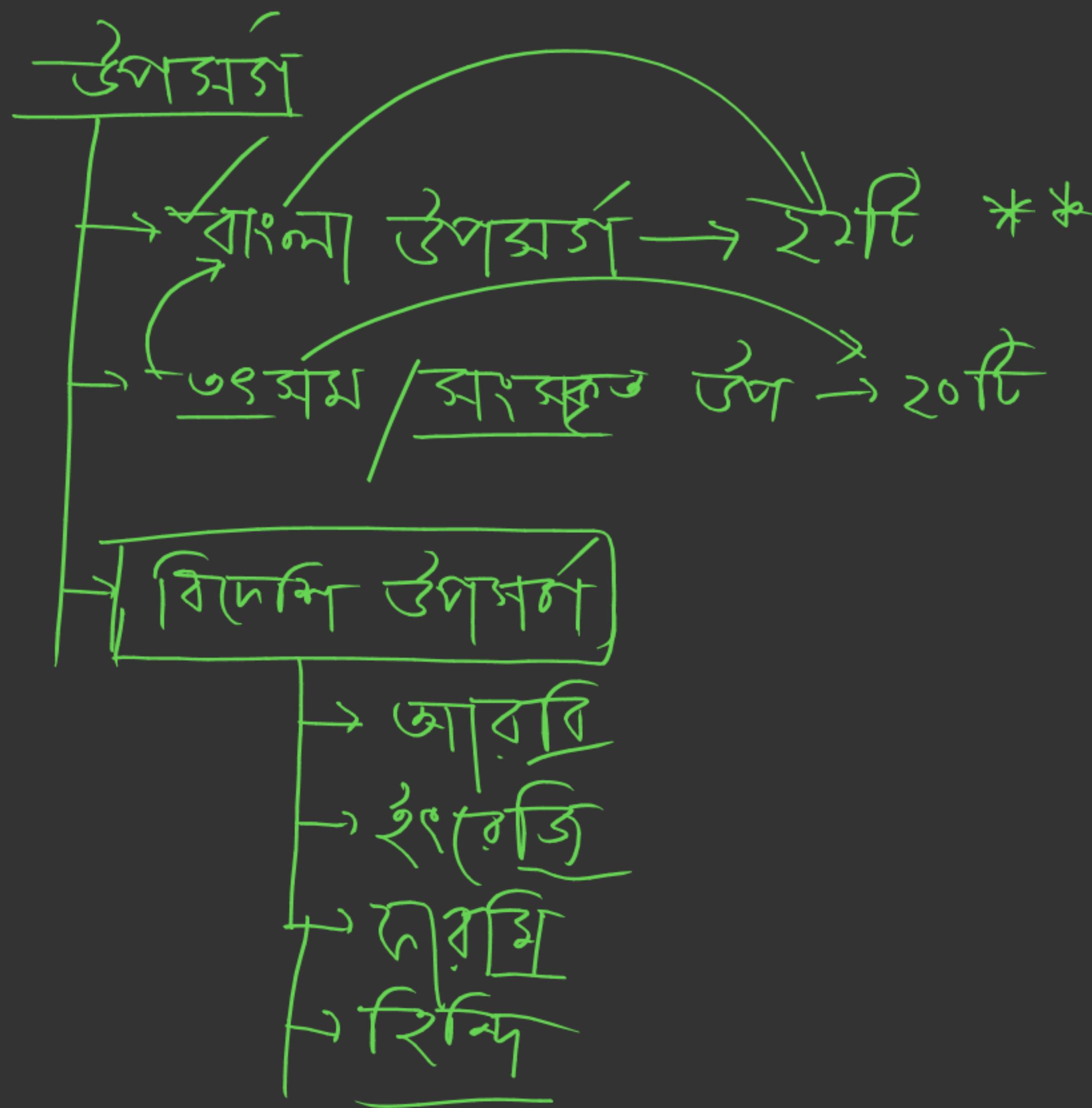
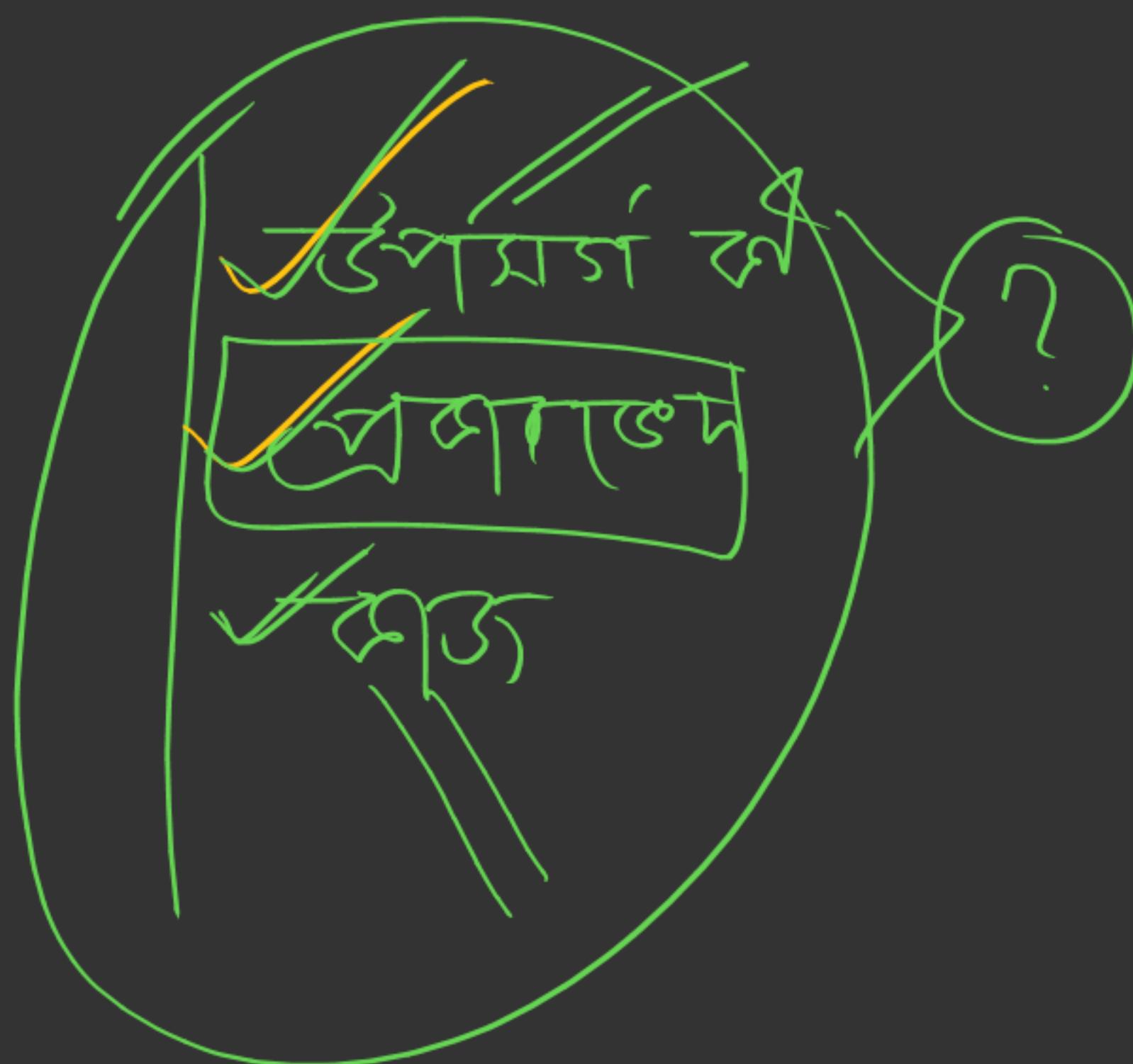


এছাড়াও কয়েকটি উপায়ে হয়ে থাকে।

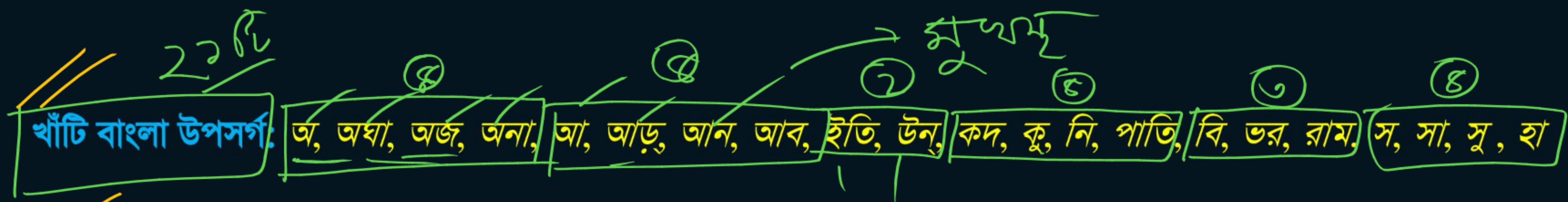
যেমনঃ

- ১) সন্ধি
- ২) শব্দাদিত





২২৮



তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ: যথা: অতি, অধি, অনু, অপ, অপি, অব, অভি, আ, উপ, উত, দুর, নি, নির, পরা, পরি, প্র, প্রতি, বি, সু, সম

(ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম কৃত নামে তৎসম উপসর্গ হচ্ছে।)

•বিদেশি উপসর্গ:

- ফারসি উপসর্গ - কম, কার, দর, না, নিম, ফি, ব, বে, বর, বদ।
- আরবি উপসর্গ - আম, খাস, খয়ের, গর, বাজে, লা।
- উর্দু হিন্দি উপসর্গ - হির, হরেক।
- ইংরেজি উপসর্গ - ফুল, সাব, হাফ, হেড।

নিম্ন
লিখ

(ব্রহ্ম)

উপসর্গ

ঐৰ = প্ৰয়াৰ

- ১) নতুন অৰ্থবোধক শব্দেৱ সৃষ্টি হয় → কাত্তি → নেমেত
- ২) শব্দেৱ অৰ্থ পূৰ্ণতা পায় → পূৰ্ণ = প্ৰাবিপূৰ্ণ
- ৩) শব্দেৱ অৰ্থ সম্প্ৰসাৱিত হয়
- ৪) শব্দেৱ অৰ্থেৰ সংকোচন ঘটে → ঢাগন = বাম ঢাগন
- ৫) শব্দেৱ অৰ্থেৰ পৰিবৰ্তন হয় → দ = বামদা

কাত্তি → কুমেত



উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।/উপসর্গের সংজ্ঞা দাও।বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গের ভূমিকা লেখ।

[চ.বো., সি.বো., দি.বো. ১৩]

উত্তর: ম্যাট্রিক্স

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে। অন্যভাবে, বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো শব্দাংশ রয়েছে, যেগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই এবং বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। এরা অন্য শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। এই শব্দাংশগুলোকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ বলে। যেমন: অ, আ, পাতি, অনা, উপ ইত্যাদি।

বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গের ভূমিকা/ প্রয়োজনীয়তা:

- (i) উপসর্গের মাধ্যমে নতুন অর্থবোধক শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন: হার থেকে উপহার (উপটোকন অর্থে)।
- (ii) উপসর্গ যোগে শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন: আদর থেকে সমাদর (সম্যকরূপে অর্থে)।
- (iii) উপসর্গ যোগে শব্দের অর্থ সম্প্রসারিত হয়। যেমন: সিদ্ধ থেকে প্রসিদ্ধ (বিখ্যাত অর্থে)।
- (iv) উপসর্গের দ্বারা শব্দের অর্থের সীমানা সংকুচিত হয়। যেমন: মোল্লা থেকে নিমমোল্লা (অর্ধেক অর্থে)।
- (v) উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন: দেশ থেকে বিদেশ (বিপরীত অর্থে)।
- (vi) উপসর্গের দ্বারা শব্দ গঠনের ফলে শব্দ ভাড়ার সমৃদ্ধি হয়।
- (vii) উপসর্গ আবেগ প্রকাশে নতুন নতুন শব্দ গঠনে সহায়তা করে। যেমন: হাহতাশ, হাপিত্যেশ।
- (viii) উপসর্গ ভাষার সৌন্দর্য, মাধুর্য, সাবলীলতা ও গতিশীলতা সৃষ্টি করে।

সুতরাং উপসর্গের প্রধান কাজ হচ্ছে শব্দ গঠন করা। উপসর্গের নিজস্ব কোন অর্থ নেই; এরা ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থবিশিষ্ট শব্দ গঠন করে এবং ভাষার শব্দ ভাড়ার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

"উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, অর্থদ্যোতকতা আছে।" ব্যাখ্যা কর।

৭৭ '১/৮

[চ. বো.'২৩; ব.বো.' ২৩, ১৭; ঘ.বো.'২৩, ১৯, ১৭; সি. বো.'১৯; কু. বো.'২৩, ১৭; দি. বো.'১৭]

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাকে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে। উপসর্গের অর্থবাচকতা বা নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, কিন্তু এগুলো শব্দ বা ধাতুর আগে বসে অর্থের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধন করতে পারে। যেমন: 'কাজ' শব্দের আগে 'অ' শব্দাংশটি যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ 'অকাজ' গঠিত হয়, যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে শব্দের অর্থের

সংকোচন ঘটেছে। আবার, পূর্ণ (ভরা) শব্দের আগে 'পরি' অব্যয় যোগে 'পরিপূর্ণ' শব্দ তৈরি হয়, যা আগের শব্দটির অর্থকে সম্প্রসারিত করেছে।

একইভাবে 'হার' শব্দের পূর্বে 'আ' যোগে গঠিত 'আহার' অর্থ খাওয়া। কিন্তু 'প্রহার' অর্থ মারা, 'বিহার' অর্থ ভ্রমণ, 'পরিহার' অর্থ ত্যাগ, 'উপহার' অর্থ পুরস্কার। এখানে 'হার' শব্দটির পূর্বে আ, প্র, বি, পরি, উপ-ইত্যাদি উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'হার' শব্দটির অর্থকে পরিবর্তন করেছে।

লক্ষণীয়, এ অর্থহীন শব্দাংশগুলো অন্য শব্দের অর্থে প্রভাব বিস্তার করলেও এদের নিজেদের আলাদা কোনো অর্থ নেই। এ কারণেই বলা হয়, উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

[ম.বো.'২৩]

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদবুলিপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা ~~পরিবর্তন~~ সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে। যেমন: অ, অঘা, রাম, পাতি, অনা, উপ ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গ তিনি প্রকার।

যথা: (i) ~~বাংলা উপসর্গ~~ (ii) ~~তৎসম/সংস্কৃত উপসর্গ~~ (iii) বিদেশি উপসর্গ।

Yes / No

(i) বাংলা উপসর্গ: বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি। যথা: অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, ~~সু~~। উদাহরণ: অ (নিন্দিত অর্থে) অকেজো, আ (নিকৃষ্ট অর্থে) আগাছা, রাম (বড় বা উৎকৃষ্ট) রামছাগল।

(ii) তৎসম/সংস্কৃত উপসর্গ: ~~বহু~~ তৎসম শব্দ ভূবহু বাংলা ভাষায় এসেছে। এসব শব্দের পূর্বে সংস্কৃত উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। তৎসম উপসর্গ বিশটি। যথা: প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ। উদাহরণ: অপ (বিপরীত অর্থে) অপমান, প্রতি (বিরোধ অর্থে) প্রতিবাদ, আ (পর্যন্ত অর্থে) আমরণ।

(iii) বিদেশি উপসর্গ: আরবি, ফারসি, ইংরেজি, উর্দু-হিন্দি ভাষার কতগুলো উপসর্গ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে এগুলো পুরোপুরি বাংলা ভাষার সাথে মিশে গেছে। যেমন: ফারসি: কার, দর, না, নিম, ফি, বদ, বে, বর, ব, কম। উদাহরণ: না অর্থে নারাজ। আরবি: আম, খাস, লা, গর। উদাহরণ: খাস: বিশেষ অর্থে খাসমহল।

ইংরেজি: ফুল, হাফ, হেড, সাব। উদাহরণ: হেড: প্রধান অর্থে হেড-মাস্টার।

উর্দু-হিন্দি: হর। উদাহরণ: প্রত্যেক অর্থে হররোজ।

শব্দগঠন বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় কী কী উপায়ে শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

[দি. বো. '১৯; রা. বো. '১৭]

উত্তরঃ

শব্দের অর্থ বৈচিত্রের জন্য এবং বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য শব্দ তৈরির প্রক্রিয়াই হলো শব্দগঠন প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, ‘ছোট’ ও ‘সহজ’ শব্দ বা পদের সাহায্যে বড় ও জটিলতর শব্দ তৈরির প্রক্রিয়াকে বলে শব্দ গঠন।

আদ্য প্রত্যয়, মধ্য প্রত্যয় অথবা অন্ত্য প্রত্যয়যোগে কিংবা সমাস ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় নতুন শব্দ গঠন করা যায়। মূলত উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস এ তিনি প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠন করা হয়। উপসর্গ ও প্রত্যয় প্রধানত নাম প্রকৃতি ও ধাতুর সাথে যুক্ত হয়। এছাড়াও সঞ্চি, বিভক্তি, নির্দেশক, বচন, বলক, দ্বিরুক্তি-ইত্যাদি নতুন শব্দ গঠনে সাহায্য করে।

নিয়ে শব্দ গঠনের প্রধান তিনটি উপায়-উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস নিয়ে আলোচনা করা হলো:

১. উপসর্গযোগে শব্দ গঠন: বাংলা ভাষায় প্রায় অর্ধশতাধিক উপসর্গ রয়েছে। এগুলো মূলত অর্থহীন শব্দাংশ, যা অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। যেমন: বে+তার = বেতার, অ+কাজ = অকাজ, রাম দা = রামদা প্রভৃতি। গুলোকে প্রত।

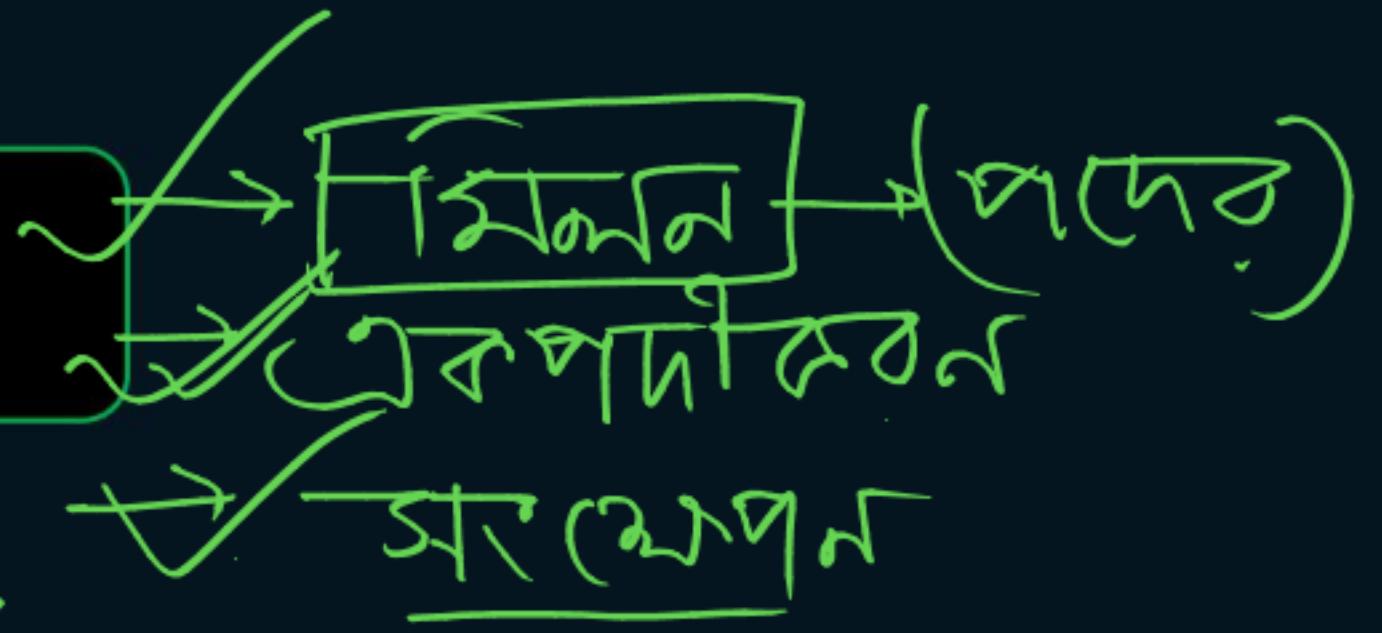
২. প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন: শব্দ ও ধাতুর পরে যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে। যেমন: শিশু+অ = শৈশব; জি+অ = জয়; ঘঠ+অক = পাঠক ইত্যাদি।

দে হওয়ার নাম

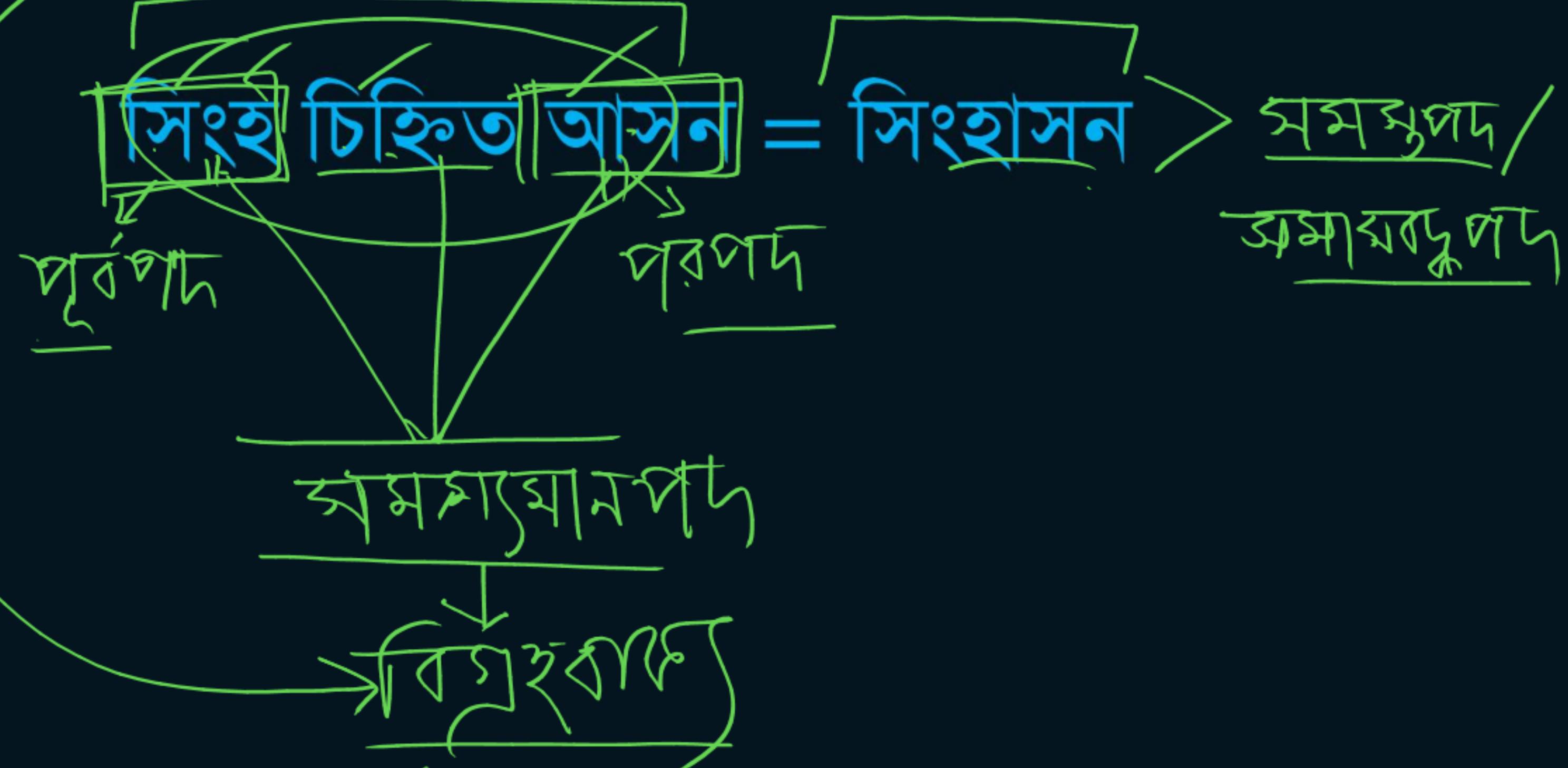
৩. সমাসযোগে শব্দ গঠন: বাক্যের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কিত একাধিক পদের এক শব্দে বা পদে পরিণত হওয়ার নাম সমাস। যেমন: ১ম বাক্য - পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময় সংক্রান্ত সূচি স্কুল ও কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। ২য় বাক্য - পরীক্ষানিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময়সূচী স্কুল-কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। পদতলে এ সংক্ষি এখানে, ১ম বাক্যের 'পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক'; 'সময় সংক্রান্ত সূচী' এবং 'স্কুল ও কলেজ' পদগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে 'পরীক্ষানিয়ন্ত্রক' 'সময়সূচী' এবং 'স্কুল-কলেজ' শব্দগুলি গঠন করা হয়েছে। পদের এই সংক্ষেপণই হলো সমাস। ২য় বাক্যে

সমাস

সমাস



গ্রামবাচ্য/ক্ষয়ুৎ



সমাপ্ত

ପାତ୍ରିକା

ପ୍ରଧାନତ ୮

-  **ବାଦ୍ୟଧର୍ମ**
- **ତେଜୁକମ**
- **ପାତ୍ରୀତି**
- **ଚିତ୍ର**
- **ଅନ୍ୟାନ୍ୟଶର**

পূর্বপদ ও পরপদের

- ✓ ଦୂରପଦ ପ୍ରଧାନ
 - ✓ ଦୂରପଦ ॥
 - ✓ ଟୁଟେଫଳ ॥
 - ମେନପଦେଇ ସାହନ୍ୟ ପଥ ରୁ ।

ব্রহ্ম সমাস

(উচ্যেণ্দ/তুই) → পূর্ণ

- উচ্যেণ্দ পূর্ণ
- অম্বুগ্নি (-) ষাটে।
- ব্রাম্ভ গাছ → (এৰং, ও, আং)

—

► ଦୁର୍ଲଭ ସମାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ସାଧିତ ହୁଏ ।

ସେମନଃ

→ ଚୟାବଠ ଦେଖିଲୁ ଚୟାବ ଓ ଦେଖିଲ

- ମିଳନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦଯୋଗେ: ମା-ବାବା, ମାସି-ପିସି, ଜିନ-ପରି, ଚା-ବିକ୍ଷୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ବିରୋଧାର୍ଥକ ଶବ୍ଦଯୋଗେ: ଦା-କୁମଡ଼ା, ତାହି-ନକୁଳ, ସ୍ଵର୍ଗ-ନରକ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦଯୋଗେ: ହାଟ-ମାଜାର, କଳ-କାରଖାନା, ମୋଲ୍ଲା-ମୋଲଭି, ଖାତା-ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ।
- ବିପରୀତାର୍ଥକ ଶବ୍ଦଯୋଗେ: ସାଦ-କାଲୋ, ଆଯ-ବ୍ୟଯ, ଜମା-ଖରଚ, ଛୋଟ-ବ୍ୟକ୍ତି, ଛେଲେ-ବୁଢୋ, ଲାଭ-ଲୋକସାନ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ପ୍ରାୟ ସମାର୍ଥକ ଓ ସହଚର ଶବ୍ଦଯୋଗେ: କାପଡ଼-ଚୋପଡ଼, ଧନ-ଦୌଲତ, ପୋକା-ମାକଡ଼, ଦୟା-ମାୟା, ଧୂତି-ଚାଦର ଇତ୍ୟାଦି ।
- ଅଞ୍ଚବାଚକ ଶବ୍ଦଯୋଗେ: ହାତ-ପା, ନାକ-କାନ, ବୁକ-ପିଠ, ମାଥା-ମୁଣ୍ଡ, ନାକ-ମୁଖ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦଯୋଗେ: ସାତ-ପାଁଚ, ନଯ-ଛୟ, ସାତ-ସତେର, ଉନିଶ-ବିଶ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ଦୁଟି ସର୍ବନାମଯୋଗେ: ଯା-ତା, ଯେ-ସେ, ଯଥା-ତଥା, ତୁମି-ଆମି, ଏଖାନେ-ସେଖାନେ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ଦୁଟି କ୍ରିୟାଯୋଗେ: ଦେଖା-ଶୋନା, ଯାଓଯା-ଆସା, ଚଲା-ଫେରା, ଦେଓଯା-ଥୋଓଯା ଇତ୍ୟାଦି ।
- ଦୁଟି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣଯୋଗେ: ଧୀରେ-ସୁହେ, ଆଗେ-ପାଛେ, ଆକାରେ-ଇଞ୍ଜିତେ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ଦୁଟି ବିଶେଷଣଯୋଗେ: ଭାଲୋ-ମନ୍ଦ, କମ-ବେଶି, ଆସଲ-ନକଳ, ବାକି-ବକେଯା ଇତ୍ୟାଦି

ଦୁର୍ଲଭ ସମାଜ

ଅନୁକ ଦର୍ଶ

⇒ (ନୀତି ପାଇଁ ଏ
(ବିଜେତ୍ରୀ)

ବହୁପଦୀ ଦ୍ୱାନ୍

କୁଣ୍ଡ-ମର୍ବଳ

একশেষ দ্বন্দ্ব

বিশেষ নিয়মে সাধিত কিছু দ্বন্দ্ব সমাস



কুশীলব = কু^ৰু_ৰ ও লব

অহেয়ণ = অহা + হেয়ণ

ঘত্যামত্য = ঘত্য ও ত্যামত্য

➤ বিগত সালে আসা বোর্ড-প্রশ্ন

~~অহোরাত্র~~ = অহ ও রাত্র

~~উত্তরোত্তর~~ = ~~উত্তর~~ ও ~~উত্তর~~

মন্ত্র+ঘণ্টা

~~কুশীলব~~ = ~~কুশ~~ ও ~~লব~~

~~দম্পতি~~ = ~~জায়া~~ ও ~~পতি~~

~~ধন-দৌলত~~ = ধন ও ~~দৌলত~~

~~পথে-ঘাটে~~ = পথে ও ঘাটে

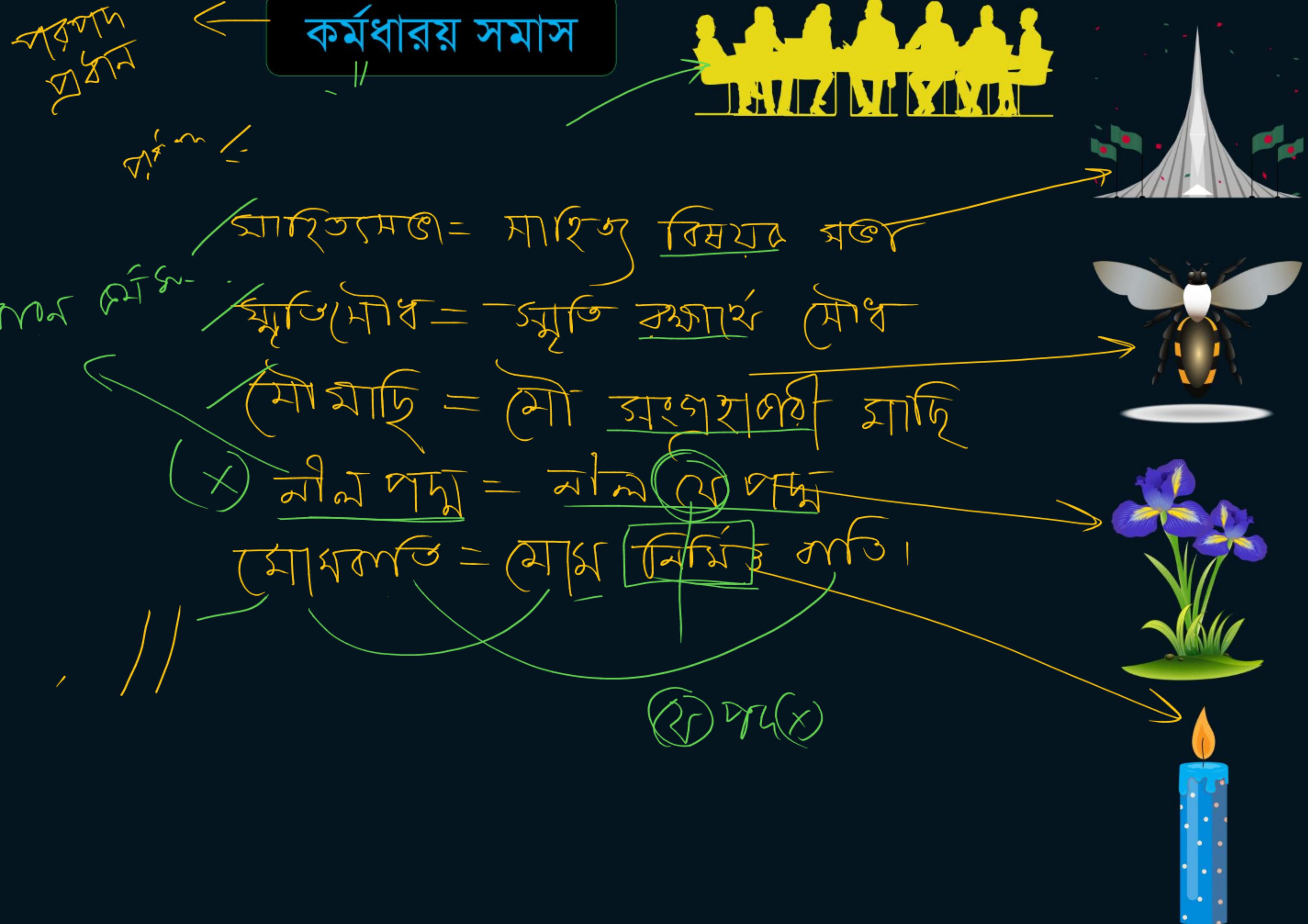
~~বই-পুস্তক~~ = ~~বই~~ ও ~~পুস্তক~~

~~মায়ে-ঝিয়ে~~ = মায়ে ও ~~ঝিয়ে~~

~~সত্যাসত্য~~ = সত্য ও অসত্য

~~সাত সতের~~ = সাত ও ~~সতের~~

~~হিতাহিত~~ = ~~হিত~~ ও ~~অহিত~~

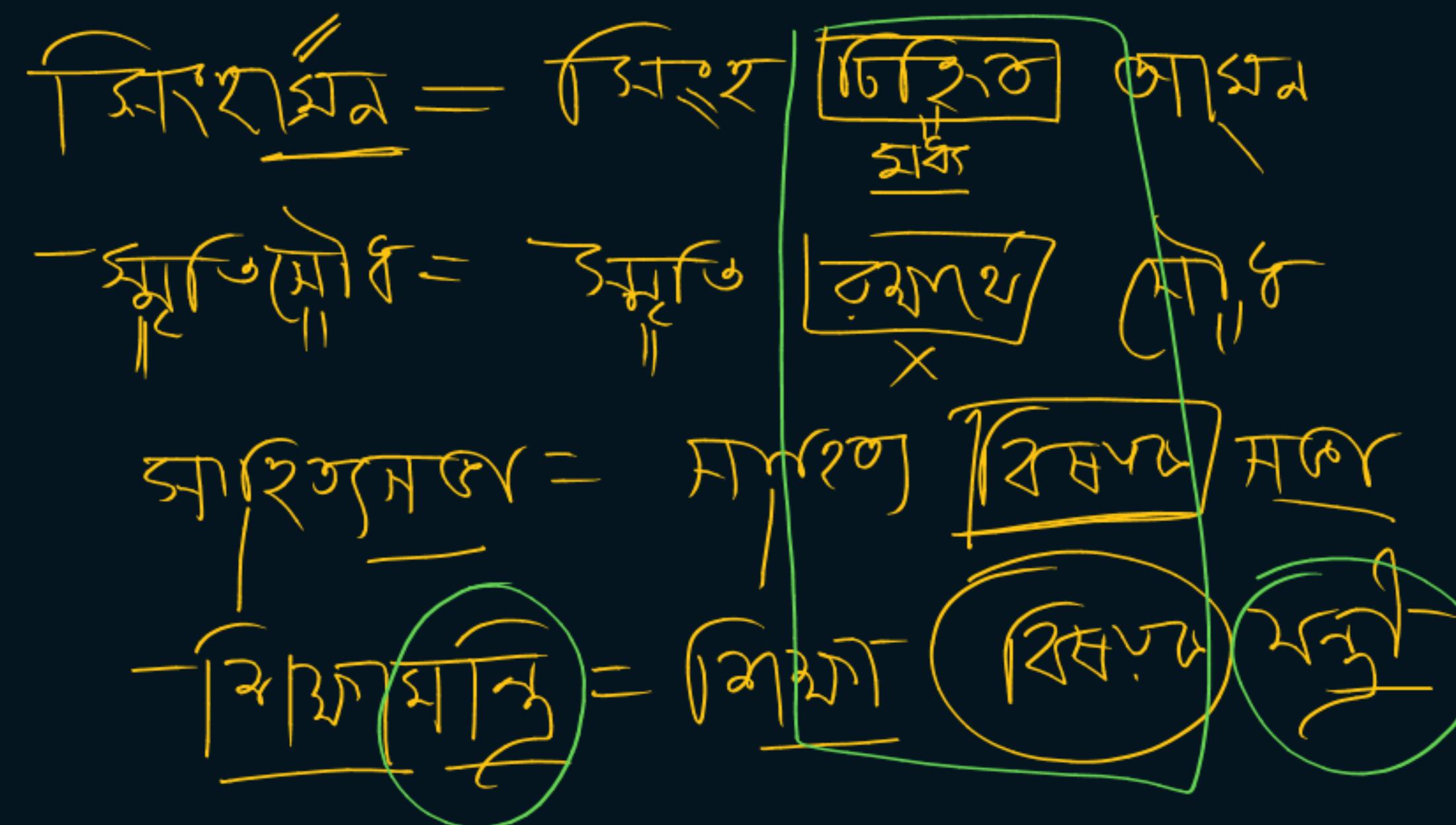


কর্মধারয় সমাপ্ত

চেনার উপায়ঃ

কর্মধারয় সমাস

—চৰ্যপদ্ধতিপূৰ্ণ চৰ্মঃ



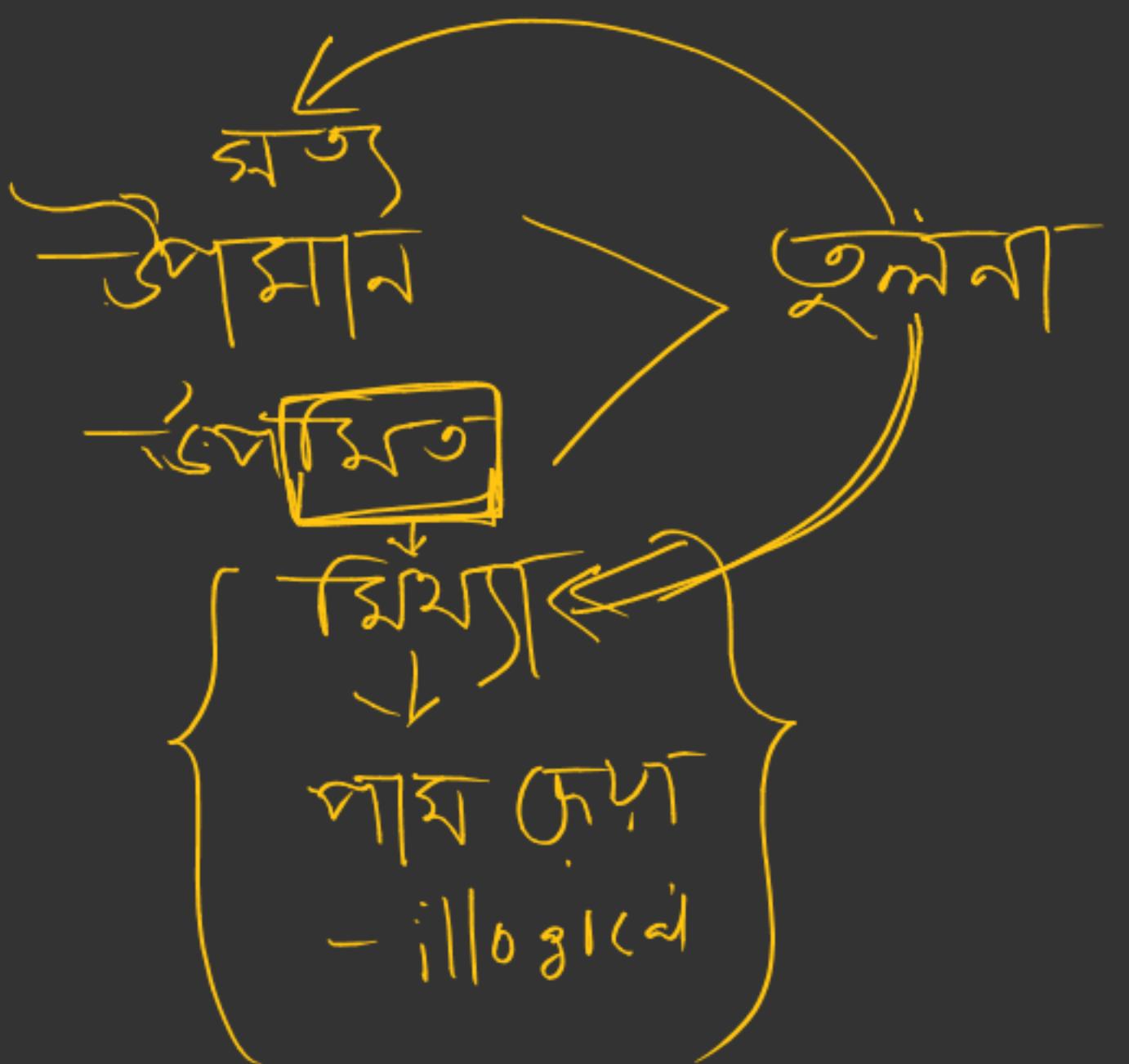
প্ৰাণী

মূৰ্তি -

প্ৰাণিভেদ

প্ৰাণিমূৰ্তি

{উপর্যান/উপর্যামত} ***



) য়িঃঠিপুরুষ = সুবৃহৎ শিষ্য এবং
কুমুথ = মুখ টেন্ডু এবং
ডেপলুস =
ক্রেপ পদ্ম

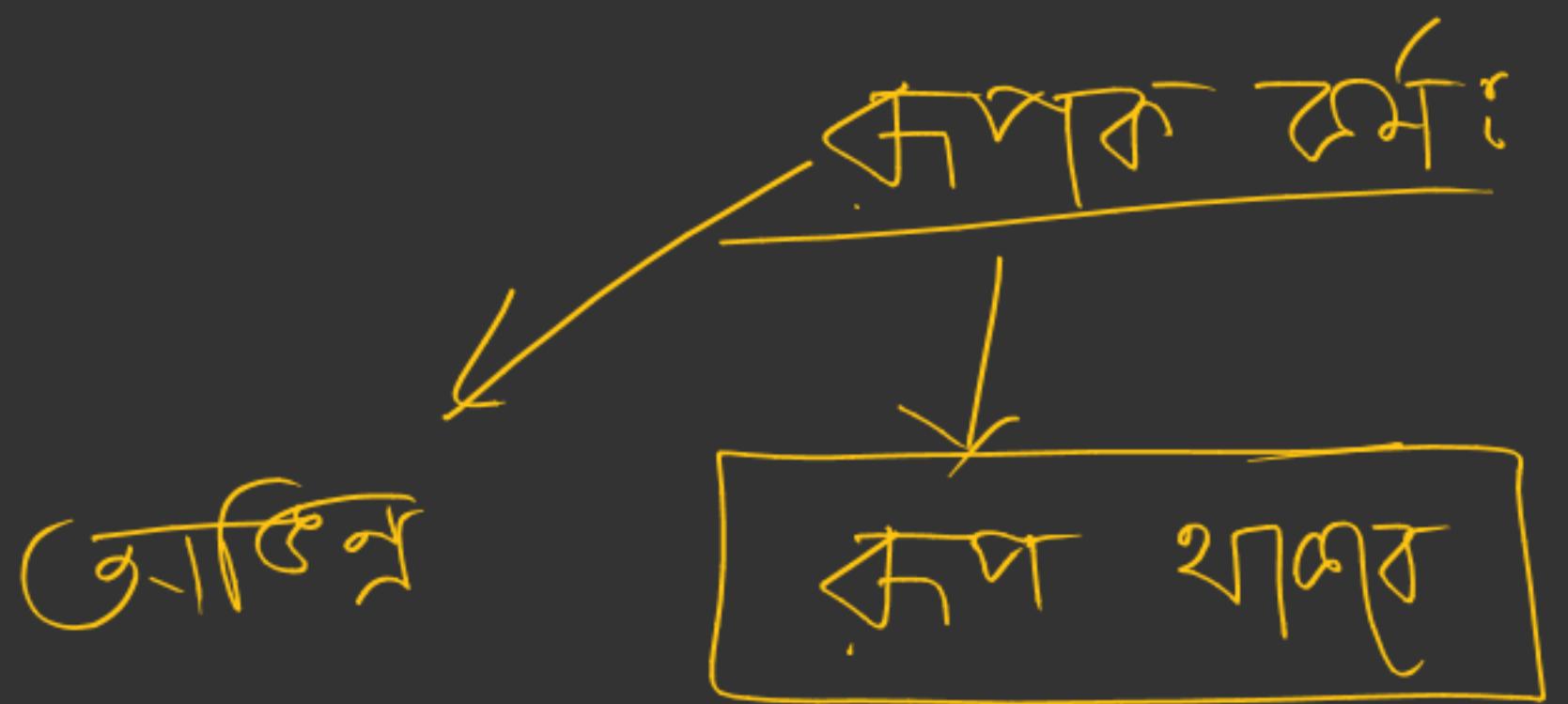
ପାତ୍ରମଣ୍ଡଳ → ରେପନାନ

ହେବ୍ସ୍‌ଫ୍ଲୁଡ୍

କୁର୍ଦ୍ଦମଣ୍ଡଳ

ତୁମ୍ଭବାଣୀଟଳ

କୁର୍ଦ୍ଦମଣ୍ଡଳ



- বেগক র্ভঃ = Philosophy
- বিষান শিক্ষা = বিষান শিক্ষা
- শাসন = শাসন করা শিক্ষা
- দেৱতা = দেৱ কৰণ শিক্ষা
- দেৱশিক্ষা = দেৱ কৰণ শিক্ষা
- ওমহৃষি = ওম কৰণ শিক্ষা
- (দেৱতা) = _____

► বিগত সালে আসা বোর্ড-প্রশ্ন

১. বৈদিক দর্শন = একান্ত ফে পদ্ম

২. কদাকার = কৃত ফে ত্যাগ

৩. গণ্যমান্য = দ্যিরি সাম্য তিবিহ শাস্য

৪. গিন্ধিমা = দ্যিরি গিন্ধি তিবিহ শা

৫. গোলাপফুল = গোলাপঢ় এঞ্চ জুন

৬. নবপুঁথিবী = নব ফে পুঁথিবী

৭. নীলপদ্ম = _____

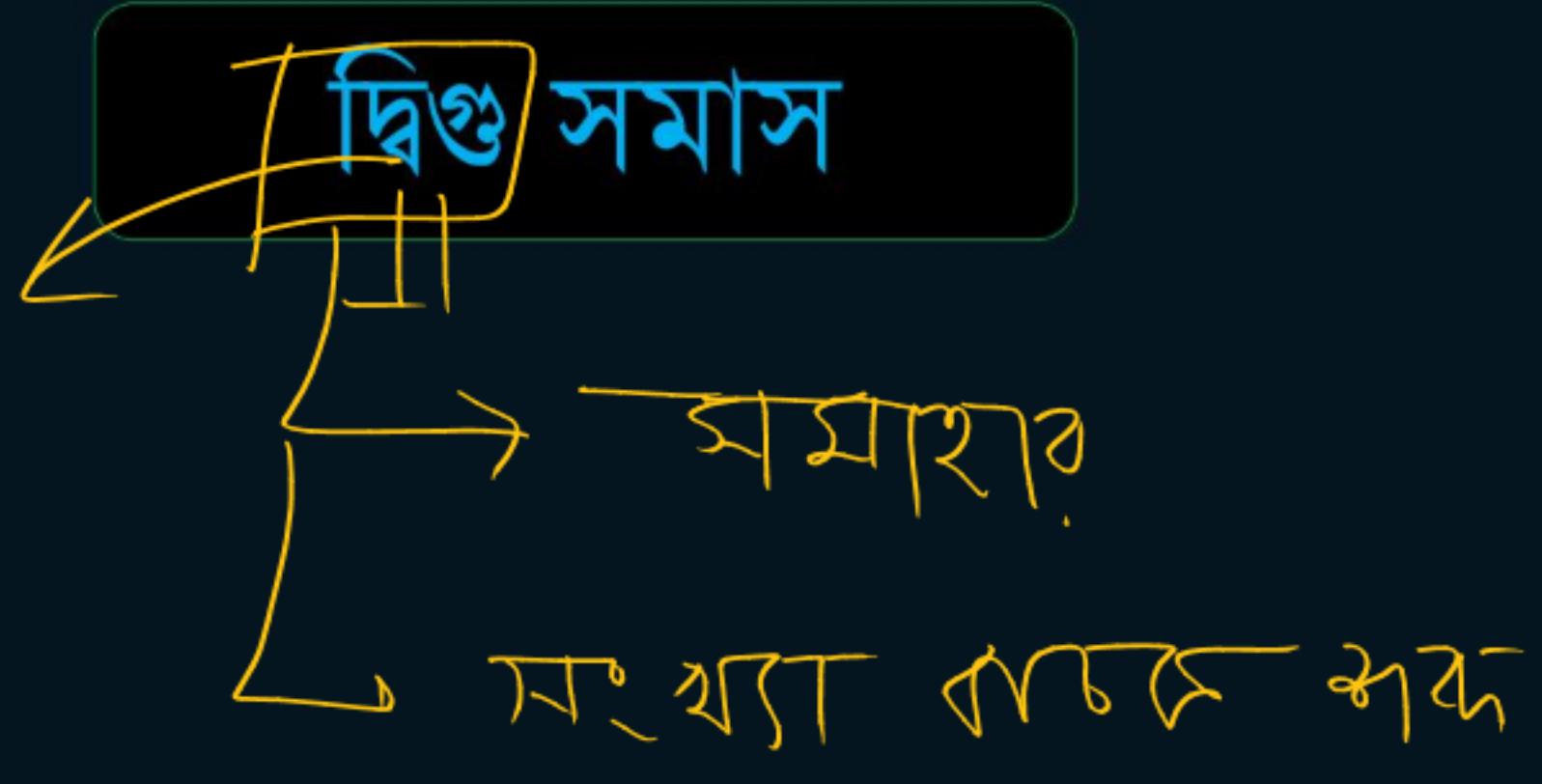
৮. নীলাস্ত্র = একান্ত ফে অমৃত

৯. মহাকবি = মহান ফে কবি।

১০. মহাজন = মহান ফে গব।

১১. লালফুল = লাল ফে জুন।

ব্যাখ্যা
↓
সমালোচনা



$$\text{মাধ্যম} + \text{Noun} + \text{সমালোচনা} = \boxed{\text{মামলুগতি}}$$

তিনি মাধ্যম সমালোচনা = তেক্ষণ

মাধ্যম
↓
তিনি মাধ্যম সমালোচনা = তেক্ষণ

মাধ্যম
↓
সর্বসম্মত অভিযন্তা

➤ বিগত সালে আসা বোর্ড-প্রশ্ন

ত্রিভুবন = তিনি ত্বেন্দে মিমার্শ-

তেপান্তর = তিনি প্রাপ্তকঃ ॥

ত্রিফলা = তিনি প্রফুল্ল ॥

ত্রিভুজ = তিনি ত্রুট্টে ॥

নবরত্ন = নয়- রত্নে ॥

পঞ্চনদ = পাঁচ নদৰ ॥

পঞ্চবটী = পাঁচ বটৰ ॥

শতবষ = শত- গৰ্য্যে ॥

সপ্তমি = সপ্ত মুধি ॥

সপ্তডিঙ্গা = সপ্ত তিঙ্গো ॥

ষড়ঝতু = ষড় ঘৰ্ষণ ॥

সপ্তহ = সপ্ত ঘৰ্য্যে ॥

Ok / Not ok?